উপমহাদেশে মিশনারি আগ্রাসন

উলামায়ে হিন্দের প্রতিরোধের ইতিহাস

মাওলানা ইমদাদ সাবেরি

ভূমিকা
মুসা আল হাফিজ

অনুবাদ ও সংযোজন
আবদুল্লাহ আল মুনীর

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

মুফতি যুবায়ের আহমদ হাফিজাহুল্লাহ-এর অভিমত ২৯
মাওলানা মুনশী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ-এর অভিমত ৩১
অনুবাদকের কথা ৩৫
ভূমিকা ৩৯
কেন বইটি লিখলাম? ৪৩

প্রথম অধ্যায়
উপমহাদেশে মিশনারি আগ্রাসনের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ : উপমহাদেশে খ্রিষ্টবাদী তৎপরতার সূচনা ৬৫
সিরিয়ান খ্রিষ্টান ৬৬
পর্তুগিজ খ্রিষ্টান ৬৬
চার্চ মিশন সোসাইটির গোড়াপত্তন ৬৭
ভারতীয় নারীদের পর্তুগিজ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন ৬৯
জেসুইট মিশন ৭০
ফ্রান্সিস মিশন ৭০
প্রোটেস্ট্যান্ট মিশন ৭১
ব্যাপ্টিস্ট মিশন ৭৩
খ্রিষ্টধর্মের প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশগ্রহণ ৭৫
প্রোটেস্ট্যান্টবাদের দ্বিতীয় ঢেউ ৭৭
আমেরিকান মিশনারি সোসাইটি ৭৭
স্কটিশ মিশনারি ৭৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মোগল আমলে মিশনারি তৎপরতা **৮১**
আকবরের শাসনামলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা ৮১
আকবরের দরবারে খ্রিষ্টান পাদরি ৮২
খ্রিষ্টবাদের প্রচার ৮২
গির্জা বানানোর অনুমতি ৮৩
পাদরিদের হিন্দুস্তান আগমনের অনুমতি ৮৫
মোগল কবরস্তানে খ্রিষ্টীয় চিত্রকর্ম ৮৫
পাদরিদের সাথে বাহাস ৮৬
আকবরকে খ্রিষ্টান বানাতে পাদরিদের প্রচেষ্টা ৮৭
পাদরিদের প্রতি আকবরের উপহাস ৮৯
দীনে এলাহিতে খ্রিষ্টবাদের প্রভাব ৯০
সিরাতে মাসিহ : ভারতবর্ষে প্রকাশিত খ্রিষ্টানদের প্রথম গ্রন্থ ৯০
দাবিস্তানে মাজাহিব ৯০
আকবরি দরবারের বিতর্কচিত্র ৯১
জাহাঙ্গিরের দরবারে খ্রিষ্টান পাদরি ৯৪
গির্জার জন্য জমি প্রদান ৯৫
ইংরেজ রাষ্ট্রদূত টমাস রো ৯৫
খ্রিষ্টবাদ প্রচারের ব্যাপক অনুমতি ৯৬
বাদশাহ জাহাঙ্গিরের দুই ভাতিজার খ্রিষ্টান হওয়ার রহস্য ৯৬
খ্রিষ্টানদের অপবিত্র মনে করা ৯৭
জাহাঙ্গিরের কাছে পাদরিদের প্রত্যাশা ৯৭
খসরু মির্জার আশ্রয়ে খ্রিষ্টরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা ৯৯
নিকোলাও মানুচির বিভ্রান্ত চোখে বাদশাহ জাহাঙ্গির ১০০
শাহজাহানের শাসনামলে পর্তুগিজ খ্রিষ্টানদের সহিংসতা ১০২
সহিংসতার জবাব ১০৩
ড. বার্নিয়ারের আত্মপক্ষ সমর্থন ১০৪
শাহজাহানি দরবারের বিতর্কচিত্র ১০৫
মিথ্যা বলে ধর্মপ্রচার ১০৬
সমুদ্রপথে পর্তুগিজ খ্রিষ্টানদের লুটপাট ১০৭
হিন্দুস্তানিদের চড়ামূল্যে বিক্রি ১০৮
সভ্য পর্তুগিজদের অসভ্যতা ১০৮

মাসিহুন নিসার সাথে দারাশিকোহের বিয়ে ১০৯
মাসিহুন নিসার সাথে আলমগিরের বিয়ে ১১২
আলমগিরের শাসনামলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক ১১৩
ডা. বার্নিয়ারদের চোখে হিন্দুস্তানিদের ধর্মীয় পরিপক্কতা ১১৩
ডা. বার্নিয়ারদের চোখে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মানসিকতা ১১৪
মোগল বাদশাহদের খ্রিষ্টান স্ত্রী : ইউরোপীয়দের বেহুদ অপপ্রচার ১১৫
আকবরের খ্রিষ্টান স্ত্রী বিবি মরিয়ম বা ম্যারি ১১৫
শাহ্ আলমের খ্রিষ্টান স্ত্রী মিস হেনরি ১২৩
শাহ্ আলমের খ্রিষ্টান স্ত্রী রোজ বা আনওয়ার জাহান ১২৫
গাজিউদ্দিন হায়দার শাহের স্ত্রী সুলতান মারইয়াম বেগম ১২৫
নবাব মোবারক মহল ১২৬
নাসিরুদ্দিন হায়দার শাহের স্ত্রী মাহজারায়ে আলিয়া ১২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইংরেজ আমলে মিশনারি তৎপরতা ১৩১

হিন্দুস্তানের প্রতি ইংরেজ মিশনারিদের দৃষ্টি ১৩১
বিশপদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা ১৩২
পাদরি পরিসংখ্যান ১৩৫
গির্জা পরিসংখ্যান ১৩৬
বিশপ পরিসংখ্যান ১৩৬
সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিস্টিয়ান নলেজ ১৩৬
ইউনাইটেড সোসাইটি পার্টনার্স ইন দ্য গসপেল (ইউএসপিজি) ১৩৭
চার্চ মিশন সোসাইটি (সিএমএস) ১৩৮
কলকাতা অ্যাডিশনাল ক্লার্গি সোসাইটি ১৪৪
কলকাতা চার্চ বিল্ডিং ফান্ড ১৪৪
বাইবেল সোসাইটি ১৪৫
মদ্যপান হ্রাসকরণ সংঘ ১৪৫
ধর্মীয় পুস্তক প্রচার সমিতি ১৪৫
ডায়োসিসান চার্চ গিল্ড ১৪৫
দ্যা গিল্ড অফ হলি স্ট্যান্ডার্ড ১৪৬
সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস (এসপিসিএ) ১৪৬
কলকাতা সেলরস অ্যান্ড সিমেন্স ক্লাব ১৪৬

কলকাতা নার্স সোসাইটি ১৪৭
ক্লেরিক্যাল লাইব্রেরি ১৪৭
বেগম সামরু ট্রাস্ট ১৪৭
বেকুস্ট ট্রাস্ট ১৪৭
মদনাপুর মিশন ও ঢাকা পাদরি মিশন ১৪৭
ওয়াইটব্রেক্ট মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ১৪৭
ক্রিস্টিয়ান ভার্নাকুলার অ্যাডুকেশন সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ১৪৮
দিল্লি মিশন ফান্ড ১৪৮
ক্যাথিড্রাল মিশন ফান্ড ১৪৮
অ্যা নেটিভ পাসটোরেট ফান্ড ১৪৮
এলাহাবাদ, তালঝারি, পেনাং নেটিভ পাসটোরেট ফান্ড ১৪৯
ওয়ান্ট এনডাউমেন্ট ফান্ড ১৪৯
এলার্টন এনডাউমেন্ট ফান্ড ১৪৯
বাইবেল ট্রান্সলেট ফান্ড ১৪৯
কিরওয়ান কে ফান্ড ১৪৯
হেবার এক্সিবিশন ১৫০
ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ১৫০
মুসলিম মিশনারি সোসাইটি ১৫০
লেডি উইলিয়াম ফান্ড ১৫০
দ্বারকানাথ ঠাকুর ফান্ড ও দ্য লেট মিসেস ইংলিশ'স চ্যারিটি ১৫০
প্রিন্স জমরুদ্দিন চ্যারিটি ১৫০
ক্যাথলিক মিশনারি ১৫১
পাদরিদের সংখ্যা ১৫২
পাদরিদের স্যালভেশন আর্মি ১৫২
পাদরিদের বেতন ১৫২
ভ্রমণ ভাতা ১৫৩
কলকাতা ফ্রি স্কুল ১৫৩
বিশপ কলেজ ১৫৪
কলকাতা নরমাল স্কুল, জেনানা মিশন ১৫৪
মুম্বাই অ্যাডুকেশনাল সোসাইটি ১৫৫
সেন্ট জেমস স্কুল, কলকাতা ১৫৫

জে নারায়ণ স্কুল, বেনারস ১৫৫
সেন্ট পল স্কুল, দার্জিলিং ১৫৫
সেন্ট জোন্স কলেজ, আগ্রা ১৫৫
প্রেসিডেন্সি কলেজ ও অন্যান্য ১৫৬
কেদারপুর সেন্ট স্টিফেন স্কুল ও অন্যান্য ১৫৬
সেন্ট জন্স ডিভিনিটি কলেজ, লাহোর ১৫৬
মিশন স্কুল, লাহোর ১৫৭
মিশন স্কুল, অমৃতসর ১৫৭
শ্রীরামপুর কলেজ ১৫৮
হিন্দু গার্লস স্কুল ১৫৯
স্কুল অব আর্ট, মাদ্রাজ ১৫৯
হিন্দুস্তানে খ্রিষ্টান সাহিত্য প্রচারের উদ্যোগ ১৬০
উর্দু গ্রামার রচনা ১৬০
উর্দু প্রেস ১৬২
বাইবেলের অনুবাদকর্ম ১৬৩
বই-পুস্তক প্রকাশ ১৬৩
ছাপাখানা ১৬৪
মিশনারিদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলির তালিকা ১৬৬
পত্র-পত্রিকা ১৭৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মিশনারি তৎপরতায় ইংরেজ সরকারের সহায়তা ১৮০

সরকারের মিশনারি পলিসি ১৮০
মিশনারিকে সরকারের আর্থিক সহায়তা ১৮১
সামরিক অফিসারদের মিশনারি দায়িত্বপালন ১৮২
চার্চ মিশন সোসাইটিকে সহায়তার স্বীকারোক্তি ১৮২
মিশনারির পক্ষে সুস্পষ্ট পলিসি ১৮৩
প্রশাসনের ব্যক্তিপ্রভাব প্রদর্শন ১৮৪
‘নাসারা’ শব্দ ব্যবহারের কারণে মৃত্যুদণ্ড ১৮৪
আইনিভাবে মিশনারিদের সহায়তা ১৮৬
খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারীকে ‘কুইন’ উপাধি প্রদান ১৮৭
মিশনারিদের পক্ষে ভাইসরয়ের স্বেচ্ছাচারিতা ১৮৮

মিশনারিদের প্রতি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতিত্ব ... ১৮৮
দাড়ি মুণ্ডানোর বিধান ... ১৮৯
দাসত্ব থেকে মুক্তির নামে অনাথ শিশুদের প্রতি হস্তক্ষেপ ... ১৯০
নামাজ আদায়ে নিষেধাজ্ঞা ... ১৯২
মিশন স্কুলে ভর্তির প্রতি প্রলুব্ধকরণ ... ১৯৩
ইংরেজি শিক্ষার নামে খ্রিষ্টবাদ শিক্ষা ... ১৯৪
বাধ্যতামূলক বাইবেল শিক্ষা ... ১৯৭
ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে মিশনারিদের প্রচারণা ... ১৯৮
উঁচু জাতের গির্জায় প্রবেশের অপরাধে অচ্ছুতদের প্রহার ... ১৯৯
কুরআন মাজিদ বিকৃতির অপচেষ্টা ... ১৯৯
পাদরিদের কর্মকাণ্ড ... ২০০
মানুষচোর মিশনারি ... ২০০
খ্রিষ্টধর্মগ্রহণের কারণে অপরাধীকে মুক্তি ... ২০১
দিল্লি জামে মসজিদকে গির্জা বানানোর আকাঙ্ক্ষা ... ২০২
গোটা ভারতবাসীকে খ্রিষ্টান বানানোর হীন প্রচেষ্টা ... ২০২
খ্রিষ্টান বানাতে লোহার সেক দিয়ে নির্যাতন ... ২০৮
মুসলিম ওয়াকফ সম্পত্তি আত্মসাৎ করে খ্রিষ্টবাদের উন্নতি সাধন ... ২০৮
সিন্ধুতে মুসলমানকে শিক্ষাবঞ্চিত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা ... ২১০
কাজি পদের বিলুপ্তি ... ২১৩
শহর ও গ্রামাঞ্চলে মিশনারি তৎপরতার ধরন ... ২১৩
গোরখপুর মিশন ... ২১৬
এলাহাবাদ মিশন ... ২১৯
সেন্ট পল ডিভিনিটি স্কুল ... ২২০
ছাত্রদের ধর্মীয় বৈঠক ... ২২০
ছাত্রদের আত্মীয়স্বজনকে ধর্মীয় দীক্ষা ... ২২১
হিন্দুধর্মীয় মেলায় মিশনারি কার্যক্রম ... ২২২
ধারাবাহিক প্রচারণা কার্যক্রম ... ২২২
বিতর্ক পরিষদ গঠন ... ২২৪
আগ্রা মিশন ... ২২৫
নারীদের মাঝে প্রচারণা ... ২২৭
মেথর ও চামারদের মাঝে প্রচারণা ... ২২৭

নারীদের স্কুল ২২৮
সিকান্দারা ২২৮
কৃষিশিক্ষা ২২৯
মথুরা ও বৃন্দাবন ২২৯
কট্টর হিন্দুত্ববাদ ২২৯
অনুতাপের মাঝেও স্বস্তির খবর ২৩২
রোগীদের ওষুধ বিতরণ ২৩২
আলিগড় ২৩২
মিরাঠ ২৩২
স্কুল ২৩৩
পাঠকদের ধর্মীয় শিক্ষা ২৩৩
খ্রিষ্টীয় শিক্ষক ও ধর্মশিক্ষক (ক্যাচিস্ট) প্রশিক্ষণ ২৩৪
চামারের খ্রিষ্টান হওয়ার চমকপ্রদ ঘটনা ২৩৪
অযোধ্যা ২৩৬
রাঁচি ২৩৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ভারতবর্ষে নিয়োজিত বিখ্যাত পাদরিদের জীবনী ২৪০

উইলিয়াম ক্যারি ২৪০
সি. জি. ফান্ডার ২৪৩
ভারতবর্ষে ফান্ডার ২৪৪
মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবি ও পাদরি ফান্ডারের বাহাস ২৪৫
কনস্টান্টিনোপলে ফান্ডার ২৪৬
মৃত্যু ২৪৭
বিশপ জর্জ আলফ্রেড লেফ্রয় ২৪৮
থমাস ভালপি ফ্রেঞ্চ ২৫২
চার্লস উইলিয়াম ফরম্যান ২৫৫
রবার্ট ক্লার্ক ২৫৮
পাদরি ইমাদ উদ্দিন হাকিম ইলাহি ২৬২
পাদরি কালিচরণ চ্যাটার্জি ডি ডি ২৬৭
অ্যান্ড্রু গর্ডন ডি ডি ২৬৯
পাদরি ওয়ারেস উদ্দিন এম.বি.এ ২৭০

রেভারেন্ড থমাস হান্টার ২৭২
পাদরি দীনানাথ ২৭৪
ডা. জে সি আর ইউইং ২৭৬
পাদরি জি এল ঠাকুরদাস ২৭৭
ডা. থিওডোর লেইটন প্যানেল ২৭৯
পাদরি তালিব উদ্দিন বি এ ২৮১
পাদরি মাস্টার রামচন্দ্র ২৮৫
পাদরি থমাস হাওয়েল ২৮৮
পাদরি রালা রাম ২৯০
পাদরি পি সি উৎপল ২৯২

দ্বিতীয় অধ্যায়
মিশনারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে উলামায়ে কেরামের প্রতিরোধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : খ্রিষ্টবাদ মোকাবিলায় আলেমদের সংগ্রাম ২৯৭
ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ২৯৯
খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু সেনানী ৩০৯
১. খুলাসা সওলাতুদ দাইগাম : খ্রিষ্টবাদ খণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ৩১৬
২. জওয়াবে মুহাম্মদিয়া ৩১৯
৩. ইসতিফসার ৩২১
খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে রচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ৩২৩
৪. তায়িদুল মুসলিমিন ৩২৪
৫. কাশফুল আসতার ৩২৫
৬. ইসতিবশার ৩২৫
খ্রিষ্টবাদের পক্ষে-বিপক্ষে রচনার রূপ ও প্রকৃতি ৩২৫
৭. তাসদিকুল মাসিহ রাদয়ি কালিমিল কবিহ ৩২৬
৮. ইজালাতুল আওহাম ৩২৭
৯. ইজালাতুশ শুকুক ৩২৮
১০. এজাজে ঈসাবি ৩২৮
১১. আল-বাহসুশ শরিফ ফি ইসবাতিন নাসখি ওয়াত তাহরিফ ৩২৯
১২. আহসানুল আহাদিস ফি ইবতালিত তাসলিস ৩২৯
১৩. ইজহারুল হক ৩২৯

১৪. আল-বাহসুশ শারিফ ফি ইসবাতিন নাসখি ওয়াত তাহরিফ ৩২৯
১৫. হিসসায়ে আওয়াল, মুবাহাসায়ে মাজহাবি ৩৩০
১৬. পহেলা হিসসা, মুবাহাসায়ে মাজহাবি ৩৩০
১৭. হিসসায়ে দুওম, মুবাহাসায়ে মাজহাবি ৩৩০
১৮. দুসরা হিসসা, মুবাহাসায়ে মাজহাবি ৩৩০
১৯. যমিমায়ে মুনাজারা ৩৩০
২০. খুতুত ওয়া মুহাকামা ৩৩১
২১. তাশখিসুল মাকাল ৩৩১
২২. হুজ্জাতুল ইসলাম ৩৩১
২৩. গুফতুগুয়ে মাজহাবি ৩৩১
২৪. মিরআতুল ইয়াকিন ৩৩১
২৫. তাকমিলুল আদইয়ান বি আহকামিল কুরআন ৩৩১
২৬. দাফউত তালবিসাত ৩৩২
২৭. পয়গামে মুহাম্মাদি ৩৩২
২৮. তারানায়ে হেজাজি ৩৩২
২৯. সাতিউল বুরহান ৩০. বারাহিনে কাতিআহ ৩৩২
৩১. সিয়ানাতুল ইনসান আন ওয়াসাওয়িসিশ শাইতান ৩৩২
৩২. আবহাসে জরুরি ৩৩৩
৩৩. হিদায়াতুদ দল্লিন বা তানজিহুল ফুরকান ৩৩৩
৩৪. বারাহিনে রহিমিয়া ফি ইসবাতির রিসালাতিল মুহাম্মাদিয়া ৩৩৩
৩৫. তারিফুল কুরআন ৩৩৩
৩৬. বেশারতে মুহাম্মাদি ৩৩৩
৩৭. আলামুল আহইয়া ওয়াল ইলাম ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ৩৩৪
৩৮. ফসলুল খিতাব লি মুকাদ্দিমাতি আহলিল কিতাব ৩৩৪
৩৯. বারাহিনে আহমদিয়া ৩৩৪
৪০. ফাজাইলুল ইসলাম ফি জিকরি খাইরিল আনাম (তারিখে মুহাম্মাদি) ৩৩৪
৪১. মাখরাজে আকায়েদে নুরি ৩৩৫
৪২. ইজহারুল ইসলাম ৩৩৫
৪৩. তায়িদুল ফুরকান ৩৩৫
৪৪. কাশফুল আওহাম ৩৩৫
৪৫. শাহাদাতুন নাবিয়্যিন বি রিসালাতি সাইয়িদিল মুরসালিন ৩৩৬

৪৬. গায়াতুশ শুয়ুর বি হিজাজিল হাজ্জিল মাবরুর ৩৩৬
৪৭. ফয়জে মুআজ্জাম ৩৩৬
৪৮. আজুবায়ে আজিবাহ ৩৩৬
৪৯. শাক্কুল কামার লি মুজিজাতি সায়্যিদিল বাশার ৩৩৬
৫০. আস-সাইফুল হিন্দি আলা মাজিরাতুল কানদারি ৩৩৭
৫১. ইরশাদুন নাবি ইলা ইসমিন নাবি ৩৩৭
৫২. আহসানুল কালাম ফি রদ্দি মুখালিফিল ইসলাম ৩৩৭
৫৩. দাওয়াতুল হক ৩৩৭
৫৪. শাহাদাতুল ইসলাম ৩৩৭
৫৫. দাওয়াতুল ইসলাম ৩৩৮
৫৬. নাইয়ারে আজম ৩৩৮
৫৭. খুতুবাতে আহমদিয়া ৩৩৮
৫৮. তানকিদুল কালাম ফি আহওয়ালি শারিয়িল ইসলাম ৩৩৮
৫৯. হাশত কাউন্সিল বা দর বি বাহা ৩৩৯
৬০. এজাজে ঈসাবি ৩৩৯
৬১. তাহকিকে আনাজিল মাআ তালিমে দাওয়াজদাহ রসুলান ৩৩৯
৬২. তানজিহুল ফুরকান ৩৪০
৬৩. সাদাকাতে কুরআনি আয কুতুবে রব্বানি ৩৪০
৬৪. ইনসাফুদ দাফয়িল ইখতিলাফ ৩৪০
৬৫. মুরাসালাতে মাজহাবি ৩৪১
৬৬. ইসমতুল আম্বিয়া ৩৪১
৬৭. মুজিজাতে মুহাম্মদিয়া ৩৪১
৬৮. আল-কওলুন নাজিহ ফি রদ্দিল মুহাম্মাদ ওয়াল মাসিহ ৩৪১
৬৯. মুনাজারায়ে গাজিপুর ৩৪১
৭০. হায়দরাবাদ মে খেদমতে দীনি ৩৪২
৭১. আল বাহসুল জালিল বা মুবাহাসায়ে দিল্লি ৩৪২
৭২. বারাহিনুল ইলাহিয়্যা বা মুবাহাসায়ে পুনা ৩৪২
৭৩. তুহফাতুল বাশির লি ইলায়ি কালিমাতুল বাসির বা দীনি মুনাজারা হানামকুন্ডা ৩৪৩
৭৪. তাখতিয়াহ ৩৪৩
৭৫. সিররিয়্যাতুল কুরআন ৩৪৩

৭৬. তানকিদুল ইসলাম ৩৪৩
৭৭. বাশারাতে মুহাম্মদি ৩৪৩
৭৮. তাসদিকুল ইসলাম ৩৪৩
৭৯. হাকিকতে আসলিয়্যাতে জিহাদ ৩৪৩
৮০. জিয়াউন নুরাইন ৩৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পাদরিদের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের বিতর্ক ৩৪৫

শাহ আবদুল আজিজ ও জনৈক পাদরির বিতর্ক ৩৪৫
মাওলানা হাদি বনাম জনৈক খ্রিষ্টানের বিতর্ক ৩৪৭
মাওলানা আলে হাসান ও পাদরি ফান্ডারের বিতর্ক ৩৫৩
মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবি ও পাদরি ফান্ডারের বিতর্ক ৩৫৭
বিতর্কের প্রথম দিন ৩৫৮
রহিতকরণ প্রসঙ্গ ৩৫৯
বিকৃতি প্রসঙ্গ ৩৬৫
বিতর্কের দ্বিতীয় দিন ৩৬৮
পাদরি ফান্ডারের প্রথম পত্র ৩৭৪
ডাক্তার ওজির খানের প্রথম পত্র ৩৭৪
পাদরি ফান্ডারের দ্বিতীয় পত্র ৩৭৫
ডাক্তার ওজির খানের দ্বিতীয় পত্র ৩৭৫
পাদরি ফান্ডারের তৃতীয় পত্র ৩৭৮
ডাক্তার ওজির খানের তৃতীয় পত্র ৩৭৮
পাদরি ফান্ডারের চতুরতা ৩৭৯
ডাক্তার ওজির খানের জবাব ৩৭৯
বেয়াদবি করল কে? ৩৮০
পাদরি ইমাদ উদ্দিন ও দিল্লির জনৈক শিক্ষার্থীর বিতর্ক ৩৮১
চৌধুরি মওলা বখশ ও পাদরি ফ্লিডারের বিতর্ক ৩৮৩
একটি সফল বিতর্ক ৩৮৩
মাওলানা শরফুল হক বনাম পাদরি প্যাট্রিকের বিতর্ক ৩৮৪
মাওলানা আবদুল বারির সাথে বিতর্ক থেকে ইমাদ উদ্দিনের পলায়ন ৩৯২
মাওলানা কাসেম নানুতুবি বনাম পাদরি নোলসের বিতর্ক ৩৯৫
মিশনারির ব্যর্থতা ৪০৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সমকালীন শিক্ষাকেন্দ্র, এতিমখানা, সংগঠন ও পত্র-পত্রিকা ৪০৬
প্রথম যুগ ৪০৬
দিল্লি কলেজ ৪০৮
নবাব ইতিমাদুদ্দৌলার ওয়াকফ ৪১০
ওয়াকফের অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় ৪১০
দিল্লি কলেজের বৈশিষ্ট্য ৪১১
প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষার সাথে সরকারের শত্রুতা ৪১১
সিপাহি বিপ্লবের সময় দিল্লি কলেজের অবস্থা ৪১৫
দিল্লি কলেজের স্টাফ ৪১৭
দিল্লি কলেজের প্রকাশনা বিভাগ ৪১৮
দিল্লি কলেজে ভাঙন ৪১৮
মুআল্লিম মিশনারি সোসাইটি ৪১৯
সায়েন্টিফিক সোসাইটি ৪১৯
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ৪২০
সায়েন্টিফিক সোসাইটির দপ্তর ৪২০
দ্বিতীয় যুগ ৪২৩
দারুল উলুম দেওবন্দ ৪২৫
পরিচালনার দায়িত্ব ৪২৭
মজলিসে শুরা ৪২৭
দারুল উলুম দেওবন্দের শাখা-প্রশাখা ৪২৮
সরকারি প্রণোদনার প্রতি অনীহা ৪২৮
দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক ও শিক্ষা-কার্যক্রম ৪২৯
এক. মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ৪২৯
দুই. মাওলানা আজিজুর রহমান দেওবন্দি ৪৩০
তিন. মৌলবি গোলাম রসুল ৪৩১
চার. মৌলবি হাকিম মুহাম্মাদ হাসান দেওবন্দি ৪৩১
পাঁচ. মাওলানা শাব্বির আহমাদ দেওবন্দি ৪৩২
ছয়. মাওলানা এজাজ আলি ৪৩২
সাত. মাওলানা ইবরাহিম বলিয়াবি ৪৩৩
আট. মাওলানা রসুল খান হাজারাবি ৪৩৩
নয়. মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন দেওবন্দি ৪৩৩

দশ. মাওলানা শাব্বির আহমদ ৪৩৪
এগারো. মাওলানা সিরাজ উদ্দিন মিরাঠি ৪৩৪
বারো. মাওলানা মুহাম্মাদ গুল খান ৪৩৪
তেরো. মাওলানা আবদুস সামি দেওবন্দি ৪৩৫
চৌদ্দ. মাওলানা আহমাদ আমিন সাহেব ৪৩৫
পনেরো. মাওলানা নবিয়াহ্ হাসান দেওবন্দি ৪৩৫
ষোলো. হাফেজ মুহাম্মাদ আহমাদ নানুতুবি ৪৩৬
আরবি বিভাগের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ ৪৩৭
কেরাত ও তাজবিদ বিভাগ ৪৩৮
ফারসি ও গণিত বিভাগ ৪৩৯
হিফজুল কুরআন বিভাগ ৪৩৯
খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা ৪৪০
শিশুদের লালনপালন ৪৪১
পত্রিকা ৪৪১
কুতুবখানা ৪৪২
ছাত্রসংখ্যা ৪৪৪
ছাত্রদের সহায়তা ৪৪৫
ভাষা ও সংস্কৃত বিভাগ ৪৪৫
দারুল উলুম মাদরাসায়ে আশরাফিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া রান্দের ৪৪৬
মাদরাসায়ে উলুমে ইসলামিয়া লাহোর ৪৪৮
মাদরাসায়ে আমিনিয়া দিল্লি ৪৫০
মাদরাসায়ে দরখানি কোয়েটা ৪৫২
মাজাহিরে উলুম সাহারানপুর ৪৫৫
আঞ্জুমানে ইসলামি দিল্লি ৪৬০
আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোর ৪৬৬
মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ আলি দেহলভি ৪৬৭
মুনশি শামসুদ্দিন ৪৬৮
মাওলানা আবদুল মাজিদ দেহলভি ৪৬৮
মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দিন সুফি ৪৬৯
মৌলবি আবদুল্লাহ দেহলভি ৪৭০
মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহিম ৪৭০

মিয়া আল্লাহ দিয়া ... ৪৭১
সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহ গিলানি ... ৪৭১
মৌলবি মুহাম্মাদ মোবারক ... ৪৭১
আঞ্জুমানের মাসিক পত্রিকা ... ৪৭২
মেয়েদের স্কুল ... ৪৭৩
মাদরাসাতুল মুসলিমিন ... ৪৭৯
এতিমখানা ... ৪৮০
রচনা ও প্রকাশনা ... ৪৮১
লাইব্রেরি ... ৪৮৩
পাদরিদের খপ্পর থেকে এতিম শিশু ও নারীদের উদ্ধার ... ৪৮৩
আঞ্জুমানের শাখা ... ৪৮৬
লিভারপুল মুসলিম ইন্সটিটিউট ... ৪৮৭
আঞ্জুমানে খাদেমে উলুমে ইসলামিয়া ... ৪৮৮
এতিমদের বন্দোবস্ত ... ৪৮৯
খ্রিষ্টবাদবিরোধী তৎপরতা ... ৪৮৯
আঞ্জুমানে তাবলিগে ইসলাম হায়দারাবাদ ... ৪৯১
পরিচালনা পর্ষদ ... ৪৯১
খ্রিষ্টবাদবিরোধী তৎপরতা ... ৪৯১
নওমুসলিমদের সংখ্যা ... ৪৯৪
আঞ্জুমানে মুয়িদুল ইসলাম দিল্লি ... ৪৯৭
আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম পেশাওয়ার ... ৫০৪
মোহামেডান অ্যাডুকেশনাল কনফারেন্স ... ৫০৭
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ... ৫০৭
কনফারেন্সের ফলাফল ... ৫০৮
খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় পত্রপত্রিকা ... ৫১১
১. দিল্লি উর্দু আখবার ... ৫১১
২. সাইয়েদুল আখবার ... ৫১২
৩. সিরাজুল আখবার ... ৫১২
৪. কুতুবুল আখবার ... ৫১২
৫. বেনারস আখবার ... ৫১৩
৬. শিমলা আখবার ... ৫১৩

৭. নুরুন আলা নুর ৫১৩
৮. মার্তন্ড আখবার ৫১৩
৯. মনজুরুল আখবার ৫১৩
১০. আমিনুল আখবার ৫১৪
১১. কাশফুল আখবার ৫১৪
১২. পাঞ্জাবি আখবার ৫১৪
১৩. কাসেমুল আখবার ৫১৪
১৪. খাইরুল মাওয়ায়েজ ৫১৪
১৫. মুফিদে আনাম ৫১৫
১৬. রাহবারে হিন্দ ৫১৫
১৭. নাসেরুল আখবার ৫১৫
১৮. মহরে দরখশাঁ ৫১৫
১৯. ফিতনা ৫১৬
২০. দবদবায়ে সিকান্দারি ৫১৬
২১. সহিফাহ ৫১৭
২২. জিয়াউল ইসলাম ৫১৭
২৩. মুসলিম ক্রনিকাল ৫১৭
২৪. আল-মুসতানসির ৫১৮
২৫. জাবালুল মাতিন ৫১৮
২৬. আঞ্জুমানে ইফতিখারুল ইসলাম ৫১৮
২৭. আখবারুল আখইয়ার ৫১৯
২৮. দিলগুদাজ ৫২৩
২৯. নুরুল ইসলাম ৫২৩
৩০. মনশুরে মুহাম্মদি ৫২৩
ক. সিয়ানাতুল ঈমান ৫২৪
খ. জাইনাব, জায়েদ আওর হুজুর কা মুআমালা ৫২৪
গ. আত-তানবিরুল ইকান লি সাহিবি ওয়াজহিল ইমান ৫২৫
ঘ. দাফউল আগালিত ফি তাহকিকিল ফারাকলিত ৫২৫
ঙ. ইজালাতুল আওহাম তরজমায়ে ওয়াকিউল আকসাম ৫২৫
চ. জওয়াবে শাম্মা আয লাঠ ৫২৫
ছ. ইসবাতে নবুওয়াত মে খলিলুর রহমান সে গুফতগু ৫২৫

জ. রিভিউ : রিসালায়ে আদমে জরুরতে কুরআন ৫২৫
ঝ. জওয়াবে নুর আফশাঁ (সংখ্যা : ৪৫-৪৯, খণ্ড : ১২) ৫২৬
৩১. হাসান ৫২৭
৩২. মাওয়ায়েজে হাসানা ও খাইরুল মাওয়ায়েজের দ্বিতীয় যুগ ৫২৭
৩৩. নাসিম, আগ্রা ৫২৮
৩৪. নুরুল আনওয়ার ৫২৮
৩৫. কাইসারে আখবার ৫২৮
৩৬. বারকে খাতিফ ৫২৮
৩৭. মুফিদুল আনাম ৫২৯
৩৮. আখবারে আঞ্জুমানে পাঞ্জাব ৫২৯
৩৯. রাজপুতানা ৫২৯
৪০. খাইরখাহে আলম ৫৩০
৪১. রোহিলাখণ্ড আখবার ৫৩০
৪২. আগ্রা আখবার ৫৩০
৪৩. মেওয়া গ্যাজেট, আখবারে নওবাহার ৫৩০
৪৪. চশমায়ে ইলম ৫৩১
৪৫. কারনামায়ে হিন্দ ৫৩১
৪৬. রিয়াজুল আখবার ৫৩১
৪৭. জামেউল আখবার ৫৩১
৪৮. এহসানুল আখবার ৫৩১
৪৯. মাজহারুল আজাইব ৫৩১
৫০. মাতলায়ে খুরশিদ, মাজমাউল বাহরাইন ও নাসিমে জৌনপুর ৫৩২
৫১. আখবারে হায়দারি ও আখবারে হুসাইনি ৫৩২
৫২. জামে জামশেদ ৫৩২
৫৩. জুলকারনাইন ৫৩২
৫৪. সুরমায়ে রোজেগার ৫৩২
৫৫. মুখবিরে ডেকন ৫৩৩
৫৬. হামদর্দ ৫৩৩
৫৭. ওয়াতান ৫৩৩
৫৮. রিসালায়ে আঞ্জুমানে নুমানিয়া লাহোর ৫৩৩
৫৯. রফিকে হিন্দ ৫৩৪

৬০. ইসমত, দিল্লি ৫৩৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে লড়াকু সেনানীদের জীবনচরিত ৫৩৮

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি রহ. ৫৩৮
পাদরিকে পরাজিত করে দুই হাজার টাকা পুরস্কার গ্রহণ ৫৪৪
দিল্লির খ্রিষ্টান রেসিডেন্টকে দাঁতভাঙা জবাব ৫৪৪
রচনাবলি ৫৪৬
মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবি রহ. ৫৪৭
রচনাবলি ৫৬৫
মাওলানা আলে হাসান মোহানি রহ. ৫৬৭
বিতর্ক ও পত্রাবলি ৫৭০
ডাক্তার মুহাম্মাদ ওজির খান রহ. ৫৭২
মাওলানা শরফুল হক সিদ্দিকি রহ. ৫৭৬
জন্ম ৫৭৬
শিক্ষার্জন ৫৭৭
পাদরির সাথে তর্ক ৫৭৮
গ্রিক ও হিব্রু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন ৫৭৯
আধ্যাত্মিক দীক্ষালাভ ৫৮০
বিয়ে ৫৮১
হজ পালন ও বরেণ্য মনীষীদের সান্নিধ্য গ্রহণ ৫৮১
বিতর্ক-বাহাস ৫৮৪
বিতর্ক-বক্তব্যের ধরন ৫৮৫
ইসলাম প্রচার ৫৮৭
খ্রিষ্টানদের হাত থেকে মানুষকে সুরক্ষা প্রদান ৫৮৭
মানুষকে সংশোধনের গল্প ৫৮৯
পীর-মুরিদি ৫৯০
সরকারের নজরদারিতে ৫৯১
ইন্তেকাল ৫৯২
রচনা ও সংগ্রহশালা ৫৯২
মাওলানা মুহাম্মাদ আলি মুঙ্গেরি রহ. ৫৯৪
বিদ্রোহের অভিযোগ ৫৯৫
খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ ৫৯৫

মাওলানা আবুল মানসুর দেহলভি রহ. ৫৯৬
শিক্ষাদীক্ষা ৫৯৬
দারুল ইমামত প্রতিষ্ঠা ৫৯৭
আঞ্জুমানে ইসলামিয়া দিল্লি ৫৯৮
উত্তরসূরি ৫৯৯
ইন্তেকাল ও রচনাবলি ৬০০
মাওলানা ওয়ায়েজুল হক আজিমাবাদি রহ. ৬০২
মাওলানা সাইয়েদ আমির হামজা রহ. ৬০৬
মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ. ৬০৭
সন্তানাদি ৬১২
ছাত্র ৬১২
রচনাবলি ৬১৩
স্যার সৈয়দ আহমদ খান ৬১৪
কর্মজীবন ৬১৫
খ্রিষ্টবাদবিরোধী তৎপরতা ৬১৮
লাইফ অফ মুহাম্মাদ বনাম খুতুবাতে আহমদিয়া ৬২০
জন ডেভেনপোর্টের গ্রন্থ প্রচার ৬২২
গডফ্রে হগসের গ্রন্থ প্রচার ৬২২
ইবতালে গোলামি ৬২২
সাহবানুল হিন্দ মাওলানা আহমাদ সাঈদ রহ. ৬২৪
মাওলানা আবদুল হালিম শরর লখনভি ৬২৫
মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালি ৬২৬
খ্রিষ্টবাদবিরোধী তৎপরতা ৬২৮
মাওলানা আলহাজ গোলাম মুহাম্মাদ রান্দেরি রহ. ৬২৯
মাওলানা সাইয়েদ আমির হাসান মুহাদ্দিস রহ. ৬৩১
মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আবদুল বারি রহ. ৬৩৩
রচনাবলি ৬৩৬
মৌলবি মুহাম্মাদ আলি তহসিলদার রহ. ৬৩৬
মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ হাসান রহ. ৬৩৭
মৌলবি হাফেজ ওয়ালি উল্লাহ রহ. ৬৩৮
মৌলবি হাকিম আবদুর রশিদ রহ. ৬৩৯

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলি রহ. ৬৪০
মৌলবি আবদুল ওয়াহহাব রহ. ৬৪০
মৌলবি ফকির মুহাম্মাদ ঝিলামি রহ. ৬৪১
মৌলবি এনায়েত রাসুল চিরইয়াকোটি রহ. ৬৪১
মৌলবি আমান আলি আহমদাবাদি রহ. ৬৪২
মুফতি কেফায়েতুল্লাহ দেহলভি রহ. ৬৪৩
মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান ফারকালিত ৬৪৭
রচনাবলি ৬৪৯
মৌলবি চেরাগ আলি রহ. ৬৪৯
মাওলানা হাকিম সাইয়েদ মুহাম্মাদ গাউস আলি গোরখপুরি রহ. ৬৫০
মৌলবি শেখ আহমাদ রহ. ৬৫০
মৌলবি আকরাম উল্লাহ গোপামৌবি আকবরাবাদি রহ. ৬৫১
মৌলবি নবাব মির্জা আকবরাবাদি রহ. ৬৫২
মৌলবি সাইয়েদ মুহাম্মাদ রহ. ৬৫২
মাওলানা সাইয়েদ মুয়িদ উদ্দিন খান রহ. ৬৫২
মাওলানা মুজাফফর আলি রহ. ৬৫৩
ডাক্তার মুহাম্মাদ নাফিস রহ. ৬৫৩
চৌধুরি মওলা বখশ রহ. ৬৫৩
মৌলবি সালিম উল্লাহ রহ. ৬৫৪
মাওলানা গোলাম নবী রহ. ৬৫৪
মৌলবি উবাইদুল্লাহ রহ. ৬৫৪
মৌলবি মুহাম্মাদ আলি মুরাদাবাদি রহ. ৬৫৫
মৌলবি ফিরোজ উদ্দিন রহ. ৬৫৫
মৌলবি মুহাম্মাদ শাহ লখনভি রহ. ৬৫৫
চিরুনিওয়ালা বিতার্কিক ৬৫৬
মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ দস্তগির কসুরি রহ. ৬৫৬
হাফেজ আহমাদ উদ্দিন লাহোরি রহ. ৬৫৬
মৌলবি আহমাদ আলি রহ. ৬৫৭
হাজি মৌলবি মুহাম্মাদ ইউসুফ রান্দেরি রহ. ৬৫৭
মৌলবি আশরাফ আলি সুলতানপুরি রহ. ৬৫৭
মৌলবি রহম ইলাহি বেঙ্গালোরি রহ. ৬৫৭

মৌলবি হাজি সাইয়েদ আহমদ হুসাইন আজিমাবাদি রহ. ৬৫৮
মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরি রহ. ৬৫৮
মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ আলি শাহ বাটালাবি রহ. ৬৬৫
মাওলানা হাকিম কুতুব উদ্দিন ঝাঙ্গবি রহ. ৬৬৬
মাওলানা হেদায়েত রাসুল রামপুরি রহ. ৬৬৮
মাওলানা গোলামুল্লাহ কসুরি রহ. ৬৬৮
মাওলানা গোলাম কাদের ভেরাবি রহ. ৬৭৩
মাওলানা উমর উদ্দিন হাজারবি রহ. ৬৭৭
মাওলানা গোলাম দস্তগির হাশেমি কসুরি রহ. ৬৭৮
কাজি মৌলবি সিবগাতুল্লাহ মাদ্রাজি রহ. ৬৮০
খ্রিষ্টবাদের প্রতিরোধ ও খণ্ডন ৬৮২

গ্রন্থপঞ্জি ৬৯৫

পরিশিষ্ট

জাওয়াদ সাবাত : ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান মিশনারি প্রতিরোধে জীবনোৎসর্গকারী এক আরব পর্যটক ৬৯৮
নাম ৭০০
জন্ম ৭০০
বংশধারা ও সংক্ষিপ্ত পরিবার পরিচিতি ৭০০
তালিম-তরবিয়ত ৭০১
ভ্রমণ ৭০২
আকিদা-বিশ্বাস ৭০২
জাওয়াদ সাবাতের অসাধারণ কীর্তি ৭০৩
খ্রিষ্টান মিশনারি প্রতিরোধের কারণ ৭০৩
কাজির পদ ৭০৪
ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ৭০৫
ইনজিলের অনুবাদ ৭০৫
পূর্ব প্রস্তুতি ৭০৬
এক শিয়া যুবকের বিরোধিতা ৭০৮
অনুবাদের কাজ থেকে অব্যহতি ৭১০
গায়েবি ইশারা ও অনুবাদের কাজে পুনঃনিয়োগ ৭১০

কিতাব রচনার কাজ ৭১১
সাবাতি প্রেস স্থাপনা ৭১১
আল-বারাহিনের ছাপার কাজ শুরু ৭১২
আল-বারাহিনের ৬০০ কপি প্রস্তুত ৭১৪
কিতাবের বিতরণ ৭১৪
পাদরি থমসনের প্রতি লিখিত চিঠি ৭১৫
কিতাবের বিষয়বস্তু ৭১৬
জাওয়াদ সাবাতের অন্যান্য রচনাবলি ৭১৭
খুশির সংবাদ ৭১৮
শেষ কথা ৭১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ
উপমহাদেশে খ্রিষ্টবাদী তৎপরতার সূচনা

ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো খ্রিষ্টবাদের পয়গাম পৌঁছায় আলেকজান্দ্রিয়া[১] থেকে। খ্রিষ্টবর্ষের সূচনালগ্নে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক শহর। এ শহরে ছিল সেন্ট মার্ক[২] প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত চার্চ—যা কিছুকাল বেশ জমজমাট ছিল।

হিন্দুস্তানি সওদাগররা রেশম ও মোতির বাণিজ্য করতে আলেকজান্দ্রিয়া যাতায়াত করতেন। তারা সেখান থেকে খ্রিষ্টধর্মের বেশকিছু পুস্তক নিয়ে আসেন হিন্দুস্তানে। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ[৩] ডেমেট্রিয়াসের[৪] কাছে হিন্দুস্তানি সওদাগররা পত্র লিখে আবেদন জানান, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিনিধি

---

১ বর্তমান মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

২ মার্ক দ্য ইভাঞ্জেলিস্ট [Mark the Evangelist] বলা হয়—বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের গসপেল অফ মার্ক বা মার্কের সুসমাচারের লেখক। যিশু-প্রেরিত সত্তরজন শিষ্যের (Seventy disciples) একজন তিনি। খ্রিষ্টানদের ভাষ্যমতে—যিশুর স্বর্গারোহণের ১৬ বছর পর ৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মার্ক আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণ করেন এবং সেখানে চার্চ অফ আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

৩ খ্রিষ্টধর্মে 'বিশপ' হলো চার্চের উচ্চপদস্থ ধর্মীয় নেতা, যিনি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল (ডায়োসিস) তত্ত্বাবধান করেন। তার দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে পাদরিদের নিয়োগ, ধর্মীয় শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিশ্বাসগত বিষয় তদারকি করা। ক্যাথলিক ও প্রাচ্য চার্চব্যবস্থায় বিশপকে প্রেরিতদের (হাওয়ারি) উত্তরসূরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪ বিশপ ডেমেট্রিয়াস [Pope Demetrius I of Alexandria] আলেকজান্দ্রিয়ার দ্বাদশ অর্থোডক্স কপ্টিক পোপ ও বিশপ। তিনি বিয়াল্লিশ বছর আলেকজান্দ্রিয়ার চার্চ পরিচালনা করে ১০৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

পাঠানো হোক। বিশপ মহোদয় পত্র পেয়ে বিখ্যাত পাদরি[৫] প্যান্টেনাসকে[৬] ভারতবর্ষে পাঠান; যিনি তার আস্থাভাজন লোক ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষে আগত প্রথম খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক।

সিরিয়ান খ্রিষ্টান

চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে কিছু সিরিয়ান খ্রিষ্টান ভারতের মালাবার[৭] অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মালাবারের রাজা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। রাজ্য তাদের অবাধ সুযোগ-সুবিধা দেয়; এমনকি ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয় খোদ বিশপকে।

পর্তুগিজ খ্রিষ্টান

ভারতবর্ষে পর্তুগিজরা প্রবেশ করে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে। মালাবারে পূর্বে থিতু হওয়া সিরিয়ান খ্রিষ্টানরা পর্তুগিজদের স্বাগত জানায়। তাদের ধারণা ছিল, পর্তুগিজদের আগমনের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের প্রসারে তারা পূর্বের তুলনায় শক্তিমান হবে। এ ছিল তাদের ভুল ধারণা। পর্তুগিজ খ্রিষ্টানরা বৃহৎ স্বার্থে সিরিয়ানদের হতাশ করে। পোপের অনুগত হতে সিরিয়ানদের পেছনে লাগে পর্তুগিজ পাদরিরা। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আর্চবিশপ[৮] ম্যানেজেস[৯] পর্তুগিজ খ্রিষ্টানদের নিয়ে কনফারেন্স করেন। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সিরিয়ান গির্জার অনুসারী খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পুড়িয়ে ফেলা হবে। এরপর অনেক সিরিয়ানকে জোরপূর্বক রোমান ক্যাথলিক বানানো হয়েছিল।

---

৫ পাদরি হলো চার্চের ধর্মীয় কর্মী, যিনি উপাসনা পরিচালনা, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান, বাপ্তিস্ম ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করেন। ক্যাথলিক প্রথায় পাদরিদের একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তারা বিশপের অধীনস্থ। প্রোটেস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে 'পাস্টর' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।

৬ সেন্ট প্যান্টেনাস দ্য ফিলোসফার [Pantaenus] গ্রিক ধর্মতত্ত্ববিদ ও আলেকজান্দ্রিয়া ক্যাটেচেসিক্যাল স্কুলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় বৈরাগ্যদর্শনের শিক্ষাদান করতেন। বিখ্যাত খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ক্লিমেন্ট অফ আলেকজান্দ্রিয়া তার ছাত্র।

৭ মালাবার উপকূল দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের দীর্ঘ, সরু উপকূলীয় সমভূমি এলাকা। এই এলাকা বর্তমান ভারতের কর্নাটকের কানারা অঞ্চল, গোটা কেরালা এবং তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী নিয়ে বিস্তৃত।

৮ আর্চবিশপ হলো বিশপদের মধ্যকার উচ্চতর পদ, যিনি সাধারণত একটি বৃহৎ বা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের (আর্চডায়োসিস) প্রধান। তার অধীনে একাধিক বিশপ থাকতে পারে এবং তিনি তাদের কার্যক্রম তদারকি করেন।

৯ অ্যালেইক্সো দে ম্যানেজেস [Aleixo de Menezes] (১৫৫৯-১৬১৭) তিনি ছিলেন গোয়ার ক্যাথলিক আর্চবিশপ ও পর্তুগিজ ভাইসরয়।

চার্চ মিশন সোসাইটির গোড়াপত্তন

সিরিয়ান চার্চ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়ায়নি, তবে পোপ-অনুগতদের[১০] ভেতর বহুলাংশে এ দোষ বিদ্যমান ছিল। পোপ-অনুগত পাদরিদের অধিকাংশ ছিলেন মূর্খ। ফলে তারা সাধারণ মানুষদের ভেতর ধর্মপ্রচারের কাজে ততটা জুতসই দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হননি। এই পাদরিদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে পর্তুগিজরা 'চার্চ মিশন সোসাইটি' নামে একটি সংঘের গোড়াপত্তন ঘটায়—যা হিন্দুস্তানে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টানদের প্রথম মিশনারি[১১] সোসাইটি। তবে পরবর্তী সময়ে সাধারণ সিরিয়ান খ্রিষ্টানরা এ সোসাইটির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে, ফলে সোসাইটি কার্যহীন হয়ে পড়ে। তৎকালীন হিন্দুস্তানে বাণিজ্যিক স্বার্থে যে পর্তুগিজরা ভ্রমণ করত, তারা নিজেদের সাথে রোমান ক্যাথলিক মিশনারি নিয়ে আসত। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকত—পর্তুগিজ ছেলেদের সাথে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন করে খ্রিষ্টান পরিবার গঠন করা। এভাবে দক্ষিণ ভারতের অনেক অঞ্চলে মানুষকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে।

তখন পর্তুগিজদের নীতি ছিল—তারা যে অঞ্চল দখল করত ও বিজয়ী হতো, সেখানকার শাসক ও তার পরিবারকে আটক করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে লিসবনে[১২] পাঠিয়ে দিত। যেমনটা আমরা দেখতে পাই—পর্তুগিজ ভাইসরয় ভাস্কো দা গামা[১৩] পারচোল অঞ্চলের শাসক ফরমান খান ও তার মেয়েকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানিয়ে লিসবন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[১৪]

বিশেষ করে পাদরিদের আচরণ ছিল জঘন্য। স্বধর্মীয় উন্মাদনায় তারা জন্তুর মতো হয়ে উঠেছিল। ভিন্নধর্মী কারো ধর্মীয় আচারে অনধিকারচর্চায় তাদের অনুতাপ হতো

---

১০ পোপ হচ্ছেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা এবং বিশ্বের সকল ক্যাথলিক খ্রিষ্টানের আধ্যাত্মিক প্রধান। তিনি ভ্যাটিকান সিটির প্রধান হিসেবেও বিবেচিত। ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, পোপ হলেন Saint Peter-এর উত্তরসূরি এবং চার্চের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব তার হাতে ন্যস্ত।

১১ মিশনারি হলো সেই ব্যক্তি, যিনি খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও নতুন মানুষকে ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যান। তাদের কাজের মধ্যে থাকে ধর্মপ্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, চিকিৎসা সেবা দেওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা।

১২ পর্তুগালের রাজধানী ও বৃহত্তর শহর।

১৩ ভাস্কো দা গামা [Vasco da Gama] (১৪৬০-১৫২৪) পর্তুগিজ অনুসন্ধানকারী এবং পর্যটক, যিনি প্রথমবারের মতো পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে ভারতে আসেন। তিনিই প্রথম ইউরোপীয়, যিনি সম্পূর্ণ সাগরপথ পাড়ি দিয়ে ভারতে এসে উপস্থিত হন। ভাস্কো দা গামার এই আবিষ্কার বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল, কারণ এই ভ্রমণের দ্বারাই পর্তুগিজদের এশিয়া মহাদেশে দীর্ঘকালীন উপনিবেশ স্থাপনের পথ সুগম হয়েছিল।

১৪ তারিখে হিন্দ, জাকাউল্লাহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মোগল আমলে মিশনারি তৎপরতা

আকবরের শাসনামলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা

৯৭৯ হিজরিতে ইবরাহিম হুসাইন মির্জা সুরাট বন্দর দুর্গ দখল করে নেন। খবর পেয়ে শাহি লশকর ছুটে যায়। খোদ বাদশাহ আকবরও সসৈন্য ধেয়ে আসেন দুর্গ অভিমুখে। সেকালে ফিরিঙ্গিদের বাণিজ্যিক জাহাজ সুরাট বন্দরে যাতায়াত করত। আকবরের হাত থেকে বাঁচতে মির্জা ইংরেজদের কাছে পত্র লেখেন—'তোমরা এ দফা আমাকে বাঁচাও! দুর্গ আমি তোমাদের দিয়ে দেব।' চতুর ইংরেজরা এগিয়ে তো এলো; তবে ভিন্ন মতলবে। তারা সাথে নিয়ে এলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অমূল্য দুর্লভ সব বস্তু। যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে যখন দেখল আকবরের দল বেশ ভারী, এর বিরুদ্ধে গিয়ে জয়ী হওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ব্যাপার—তখন তারা বেশভূষা বদলে রাষ্ট্রদূত বনে গেল। আকবরের দরবারে হাজির হলে মিনতির স্বরে তারা বলল—'আমরা আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।' অমূল্য সব উপহারের সাথে একখানা পত্র দরবারে রেখে তারা বিদায় হলো।

ঐক্যপ্রেমী আকবর কখনো অমনোযোগী থাকতেন না। সেকালে ইউরোপ-এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের জাহাজ গোয়া ও সুরাট বন্দরে নোঙর ফেলত। উপর্যুক্ত যুদ্ধের কয়েক বছর পরের কথা। বাদশাহ আকবর হাবিবুল্লাহ কাশীকে সবধরনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে গোয়া বন্দরে পাঠালেন। আকবর নির্দেশ দিলেন—'ওখানে গিয়ে অবস্থান করো। ইংরেজদের দুর্লভ ও অমূল্য বস্তুগুলো নিয়ে এসো। তাদের দেশ থেকে আগত বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কারিগরদের সাথে নিয়ে এসো।' কাশী ৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে গোয়া থেকে ফিরলেন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞদের একটি দল ও বহু দুর্লভ উপহারসামগ্রী নিয়ে। এরা যখন সদলবল শহরে প্রবেশ করে—রীতিমতো দুর্লভ বস্তুসামগ্রীর স্তূপ জমে যায়। এই দলের সাথে অনেক ইংরেজ খ্রিষ্টান তাদের দেশীয় পোশাক পরে নিজেদের ধর্মীয় রীতিমতো বাদ্য

বাজিয়ে দরবারে হাজির হয়। তাদের সেই অভিনব বস্তুসামগ্রীর স্তূপ থেকেই প্রথমবারের মতো হিন্দুস্তানে অর্গান[৫৬] বাদ্য প্রবেশ করে।

আকবরের দরবারে খ্রিষ্টান পাদরি

আকবরের শাসনামলের ত্রিশতম বছরে গোয়া বন্দরে অবতরণ করেন পাদরি ফার্মালিয়োঁ।[৫৭] পণ্ডিত ফার্মালিয়োঁ হাজির হন আকবরের দরবারে। আকবর তার বিস্তৃত জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে শাহজাদাদের পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন তার উপর। গ্রিক কিতাবাদির অনুবাদকর্মের ব্যবস্থা এগিয়ে চলে পাদরির তত্ত্বাবধানে। নতুনমাত্রায় দুর্লভ সব গ্রন্থের খোঁজও মিলতে থাকে তার মাধ্যমে। ফার্মালিয়োঁ ছাড়াও আর্মেনীয় হাবশি খ্রিষ্টানদের একটি দলও আকবরের দরবারে এসেছিল বলে জানা যায়।[৫৮]

আকবরের শাসনামলের চল্লিশতম বছর খ্রিষ্টানদের আরেকটি দল গোয়া বন্দরে অবতরণ করে। তারাও সাথে এনেছিল আশ্চর্যকর দুর্লভ সব বস্তু। এই দলের সাথে কয়েকজন জ্ঞানী ও সাধু ছিল—যাদের পাদরি বলে সম্বোধন করা হতো। বাদশাহ আকবর এদের সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

খ্রিষ্টবাদের প্রচার

মোল্লা বাদায়ুনি বলেন, পাদরিরা এলেন। আফ্রিকার সন্ন্যাসীদের পাদরি বলে সম্বোধন করা হতো, আর আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসরমান ব্যক্তিদের সম্বোধন করা হতো পোপ বলে। তারা সময়ের উপযোগিতা বুঝে বিধান পরিবর্তন করার অধিকার রাখতেন; তবে বাদশাহর ওপর বিধান প্রয়োগের অধিকার রাখতেন না। পাদরিরা আকবরের দরবারে ইনজিল নিয়ে হাজির হলেন এবং ত্রিত্ববাদের[৫৯] পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। সেই সাথে খ্রিষ্টবাদ প্রচারে সচেষ্ট হলেন। আকবর শাহজাদা মুরাদকে নির্দেশ দিলেন, ইনজিল থেকে সম্মানসূচক কিছু অংশ পাঠ করতে। দোভাষী

---

৫৬ অর্গান (Organ) একধরনের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র—যা বিশেষত ক্যাথলিক চার্চের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো।

৫৭ ফার্মালিয়োঁ বা ফার্মলিয়োঁ বা ফ্রামিলিয়ন নামের কোনো পাদরির জীবনী পাওয়া যায়নি। মাওলানা সাবেরি সাহেব দরবারে আকবরি থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন। আর দরবারে আকবরিতে উল্লেখ হয়েছে *আকবরনামার* সূত্রে।

৫৮ দরবারে আকবরি।

৫৯ ত্রিত্ববাদ খ্রিষ্টধর্মের একটি মৌলিক বিশ্বাস, যার মতে ঈশ্বর এক সত্তা হলেও তিন ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে এই তিন সত্তাকে পৃথক সত্তা মনে করা হয় না; বরং একই ঈশ্বরত্বের তিন ব্যক্তিগত প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়।

হিসেবে দাঁড়ালেন শেখ আবুল ফজল। প্রথম যে বাক্যটি পাঠ করা হলো, তার অর্থ দাঁড়াল এমন,

‘হে পরম করুণাময় ও অধিক দাতা।’

শেখ ফয়েজি এরপর আরেকটি অতিরিক্ত শব্দ বর্ণনা করেন,

سبحانك لا سواك يا هو

‘আমরা তোমারই প্রশংসা করি। তুমি ছাড়া কোনো খোদা নেই।’

অনেক ইতিহাসবিদ পরের অংশটি এভাবে উল্লেখ করেছেন,

سبحانك لا شريك يا هو

‘আমরা তোমারই প্রশংসা করি। তোমার কোনো শরিক নেই।’

দরবারে থাকা পাদরিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাজ্জাল সাব্যস্ত করল। তারা দাবি করল, রাসুলের সাথে দাজ্জালের গুণাবলি মিলে যায়। (নাউজুবিল্লাহ)[৬০]

গির্জা বানানোর অনুমতি

আকবর পাদরিদের বেশ খাতির-যত্ন করতেন। মাঝেমধ্যেই তাদের দরবারে ডাকতেন। ধর্মীয় বা জাগতিক—নানা প্রসঙ্গেই আলাপ করতেন তাদের সাথে। তাদের মাধ্যমে বাদশাহ ইনজিলের অনুবাদ করাতে উদ্যোগ নিলেন। এ কার্যক্রম শুরুও হলো, তবে কিছুদূর এগিয়ে অজানা কোনো কারণে থেমে গেল। শাহজাদা মুরাদকে তাদের শিষ্য বানিয়ে দিলেন আকবর। শুধু তাই নয়, তারা গির্জা বানানোর অনুমতিও পেয়ে গেল। ডা. বার্নিয়ার এ বিষয়টি তার সফরনামায় উল্লেখ করেছেন,

> আগ্রায় একটি গির্জা ছিল। এটি নির্মাণ করেছিল জেসুইট সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টানরা। আরেকটি স্থাপনা ছিল, যাকে তারা কলেজ বলত। সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ ঘরের শিশুদের খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়া হতো। আমি জানি না, এই খ্রিষ্টান বংশোদ্ভূত মানুষগুলো এখানে কীভাবে এলো? হয়তো পর্তুগিজ আধিপত্যের সময়ে জেসুইটদের দয়ালু আচরণের ফলে তারা এখানে বসতি গড়তে আগ্রহী হয়েছিল। বাদশাহ আকবর জেসুইট সম্প্রদায়ের এই লোকগুলোকে এখানে বসতি গড়তে সহায়তা করেছিলেন। জীবনযাপনের জন্য বার্ষিক ভাতাও দিতেন

---

৬০ তারিখে হিন্দ, জাকাউল্লাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইংরেজ আমলে মিশনারি তৎপরতা

মিস্টার অ্যাডোনিরাম জুডসন ব্যাপ্টিস্ট দলে যোগ দেওয়ার পর ভারতবর্ষে ব্যাপ্টিস্ট মতাদর্শী ধর্মপ্রচারকদের আগমন শুরু হয়। প্রেসবিটেরিয়ান মতাদর্শীরা ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু করে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মেথোডিস্ট[১০৯] মতাদর্শীরা মিশনারি দায়িত্ব পালন শুরু করে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে আমেরিকান খ্রিষ্টান মিশনারির চৌদ্দটি সোসাইটি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে।[১১০]

হিন্দুস্তানের প্রতি ইংরেজ মিশনারিদের দৃষ্টি

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট নিজেদের চুক্তি নবায়নের জন্য আবেদন জানায়। এই সুযোগ কাজে লাগাতে ইংল্যান্ডের সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিস্টিয়ান নলেজ (SPCK)[১১১] আর্চবিশপের মাধ্যমে ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রার্থনা করে। এ অনুমতি তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাদের দেয়নি। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, ধর্মীয় দায়িত্ব পালনার্থে ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাষ্ট্রে যেন একেকজন বিশপ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ভারতীয়দের নিরাপত্তা বিঘ্নতার আশঙ্কায় এ প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের নেতৃস্থানীয় অনেকেই আপত্তি তোলে। এ ব্যাপারে বেশ চিন্তাভাবনা এবং পার্লামেন্টে মুখোমুখি মতবিরোধের পর হাউস অফ কমন্স সিদ্ধান্ত দেয়, ভারতবর্ষে খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের সুবিধার্থে ইংরেজ

---

[১০৯] মেথোডিস্ট হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্টবাদের একটি শাখা, যা আঠারো শতকে জন ওয়েসলি প্রবর্তিত ধর্মীয় নবজাগরণ আন্দোলন থেকে বিকশিত হয়। নিয়মিত উপাসনা, নৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত পবিত্রতা ও সংগঠিত ধর্মপ্রচার—এসব বিষয়ের উপর এ সম্প্রদায় বিশেষ জোর দেয়। 'Methodist' নামটি এসেছে তাদের নিয়মমাফিক, পদ্ধতিগত ধর্মচর্চা থেকে।

[১১০] শর্ট হিস্টোরি অফ দ্যা ক্রিস্টিয়ান চার্চ, জন ফ্লেচার হার্স্ট : ৬১২

[১১১] সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিস্টিয়ান নলেজ (SPCK) হলো যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি খ্রিষ্টান দাতব্য সংস্থা। ১৬৯৮ সালে থমাস ব্রে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যুক্তরাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে আসছে।

পাদরিদের নিয়ন্ত্রণ করতে একজন বিশপ ও তিনজন আর্চডেকন[১১২] পাঠানো হবে। এ অনুমতিপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অ্যাক্ট হিসেবে মে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে জারি করে। বিশপের হেড কোয়ার্টার হিসেবে নির্বাচন করা হয় কলকাতা। ইউরোপের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোর তুলনায় ভারতীয় বিশপের অধীনস্থ অঞ্চলগুলোর আয়তন ছিল সুবিশাল। এর বিস্তৃতি ছিল দিল্লি থেকে কন্যাকুমারী এবং সিন্ধু থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত। চার বছর পর সিলনও এ কেন্দ্রের অধীন করে দেওয়া হয়। কলোম্বোতেও বাদশাহর পক্ষ থেকে (কলকাতা বিশপের পক্ষ থেকে নয়) একজন আর্চডেকন নির্ধারণ করা হয়। এরও একবছর পর ভেলোরকে এ কেন্দ্রের অধীন করে দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের অধীনস্থ অঞ্চলগুলো যখন অধিক বিস্তৃত হয়ে গেল, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৩৫ সালে মাদ্রাজ এবং ১৮৩৭ সালে মুম্বাইকে এ কেন্দ্র থেকে আলাদা করে দেয়। তাদের প্রেসিডেন্সিও স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয়, কলকাতার কেন্দ্রের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশপের অধীনে ফোর্ট উইলিয়াম, আগ্রা ও বাংলার পুরো অঞ্চল সীমাবদ্ধ করা হয়, ফলে সিলনের সাথে কলকাতা বিশপের কোনো সম্পর্ক থাকে না। নিউ সাউথ ওয়েলসে কলকাতা থেকে নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব ছিল, ফলে সেখানে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বতন্ত্র নীতি প্রয়োগ করা হয়।

বিশপদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেভাবে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল, একই গতিতে বিস্তৃত হচ্ছিল কলকাতা বিশপের অধীনস্থ ধর্মীয় অঞ্চলের পরিধি। পাঞ্জাব, আসাম ও বার্মাও কলকাতা বিশপের অধীনস্থ হয়, যার আয়তন ছিল তিন লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি। এ অঞ্চলগুলো কলকাতা ডায়োসিসের[১১৩] সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে যৌক্তিকভাবেই তাদের ভূমিতে খ্রিষ্টবাদ প্রচারের জন্য নতুন নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। কলকাতার প্রথম বিশপ হিসেবে নির্বাচন করা হয় ড.

---

[১১২] আর্চডেকন খ্রিষ্টীয় গির্জা-প্রশাসনের একটি উচ্চপদ, যিনি সাধারণত কোনো বিশপের অধীনে থেকে একটি বৃহৎ এলাকার গির্জাগুলোর প্রশাসনিক তদারকি করেন। তিনি সরাসরি বিশপ নন, তবে পাদরি ও স্থানীয় চার্চ-ব্যবস্থার উপর তার বিশেষ কর্তৃত্ব থাকতে পারে। একে বিশপের সহকারী উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ধর্মযাজক বলা যায়।

[১১৩] ডায়োসিস হলো গির্জা-প্রশাসনের একটি অঞ্চল, যা সাধারণত একজন বিশপের অধীনে পরিচালিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্গত গির্জা, পাদরি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এ কাঠামোর মধ্যে পড়ে। একে চার্চ-শাসনের প্রশাসনিক এলাকা বলা যায়।

মিডলটনকে।[১১৪] ১৮১৪ সালে মিডলটন ভারতে আগমন করেন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান ব্যক্তি। ইউনিভার্সিটির পাঠ চুকিয়ে তিনি *দ্যা ডকট্রিন অফ দ্যা গ্রিক আর্টিকেল অ্যাপ্লায়েড টু ক্রিটিসিজম অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশন অফ দ্যা নিউ টেস্টামেন্ট* রচনা করেন। এ গ্রন্থ তাকে পরিচিত করে তোলে। এরপর চার্চ অফ ইংল্যান্ড থেকে মিশনারি কাজে দক্ষতা লাভ করেন। অতঃপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে তাকে ভারতবর্ষের খ্রিষ্টানদের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আট বছর বিশপ হিসেবে মিডলটন তিনটি প্রেসিডেন্সিতে কাজ করেন। তিনি আগ্রা ও দিল্লিতে কাজ করেননি, কারণ সেখানে গির্জা ছিল না। কলকাতায় মিডলটনের বেশ প্রভাব ছিল। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ক্রিস্টিয়ান নলেজ ডেভলপমেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে তার অধীনে একটি ধর্মীয় স্কুলের গোড়াপত্তন হয়, যা পরবর্তীকালে সেন্ট জেমস স্কুল নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। সে বছরেই তামিল, মাদ্রাজ ও সিলনের পাদরিদের ব্যবহারের জন্য প্রার্থনার পুস্তক ছাপানো হয়।

১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে মিডলটন নিজহাতে কলকাতা বিশপ কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে মিশনারি তৎপরতার জন্য এ প্রতিষ্ঠান বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ড. মিডলটন ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট জন্স চার্চে দেওয়া এক বক্তৃতায় খ্রিষ্টবাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিস্তারের ব্যাপারে আলোকপাত করেন। বিশপ মিডলটন ৮ জুলাই ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্থলাভিষিক্ত হয় কবিখ্যাত হেবার।[১১৫] কবি হিসেবে হেবার জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন 'প্যালেস্টাইন' নামক একটি দীর্ঘ রোমান্টিক কবিতার জন্য। কবিতাটি ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের শেলডোনিয়ান থিয়েটারে হেবার আবৃত্তি করে শোনান। শ্রোতারা এ কবিতায় দারুণ মুগ্ধ হয় এবং রাতারাতি এটি জনপ্রিয়তা পায়। এরপর তিনি আরও অনেক কবিতা লিখেছেন।

২২ এপ্রিল ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রপশায়ার ছেড়ে জুন ১৮২৩ সালে কলকাতার বিশপ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেবার। ছয় মাস পর্যন্ত কলকাতায় অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দমদমের খ্রিষ্টান বসতিতে বক্তব্য দেন। এরপর তিনি এক দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল পাদরিদের ভেতর নিয়ম-শৃঙ্খলা তৈরি করা, প্রচারণা জোরদার করা এবং পাদরিদের চারিত্রিক উন্নতি সাধন করা। ভ্রমণকালে

---

[১১৪] থমাস ফ্যানশো মিডলটন [Thomas Middleton] (১৭৬৯-১৮২২) ছিলেন একজন বিখ্যাত অ্যাংলিকান বিশপ। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে মিডলটনকে কলকাতার বিশপ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি কলকাতা বিশপ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

[১১৫] রেজিনাল্ড হেবার [Reginald Heber] (১৭৮৩-১৮২৬) ইংরেজ অ্যাংলিকান বিশপ। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কলকাতার বিশপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মিশনারি তৎপরতায় ইংরেজ সরকারের সহায়তা

এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে—ইংল্যান্ড ও অন্যান্য স্থানের মিশনারি সোসাইটির সাথে কোম্পানি সরকারের সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবতা হলো, সরকারের সহায়তার হাত না থাকলে ভারতবর্ষে খ্রিষ্টবাদের যতটুকু তৎপরতা সফল হয়েছে, তার এক-দশমাংশও হতো না।

সরকারের মিশনারি পলিসি

ইংরেজ সরকার মিশনারি সোসাইটিগুলোকে পুরোপুরি সঙ্গ ও সমর্থন দিয়েছে। প্রায় সকল সোসাইটির কার্যক্রম সরকারের নীতিমাফিক প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে পরিচালিত হতো। শুধু তাই নয়—মিশনারি তৎপরতার উদ্দেশ্যই ছিল পুরোদস্তুর রাজনৈতিক। ফলে সমকালীন অবস্থা সাক্ষ্য দেয়, ভারতের ইংরেজ সরকার আইনকানুন, শক্তি-সামর্থ্য, সম্পদ ও সেনা-অফিসারদের মাধ্যমে পাদরিদের ধর্মীয় প্রচারণাকর্মে অংশগ্রহণ করেছে।

মিশনারিদের ব্যাপারে সরকারের এই পলিসি সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় মেম্বার অফ পার্লামেন্ট মিস্টার মিনিগ্লানের বক্তব্য থেকে। তিনি ১৮৫৭ এর শুরুতে পার্লামেন্টের সাধারণ সভায় এ বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং জিহাদের আগুন উত্তপ্ত করে তোলায় বিশেষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এ বক্তব্যে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন :

> মানুষকে খ্রিষ্টান বানানোর এ আন্দোলনে ভারতের সরকারি কর্মকর্তা, মিশনারি থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সবাই যুক্ত ছিল এবং তাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল।

সবার সামনে ঢোল পিটিয়ে নিজের ও সরকারের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেন :

> মহান প্রভু আমাদের সেই শুভদিন দেখিয়েছেন; হিন্দুস্তানের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হয়েছে এবং ঈসা মাসিহের বিজয়কেতন

উড়ছে। এ মুহূর্তে ভারতবর্ষের সবাইকে খ্রিষ্টান বানানোর মহান কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করা উচিত। এতে কোনো অলসতা প্রদর্শন উচিত নয়।[১৬১]

মিশনারিকে সরকারের আর্থিক সহায়তা

সরকার ও তার প্রত্যেক গভর্নর মিশনারিদের আর্থিক ও সরকারি সহায়তা প্রদান করত। এটা তখনকার কথা বলছি, যখন আইনত পাদরিদের জন্য ধর্মীয় প্রচারণা নিষিদ্ধ ছিল। তারা আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চার্লস গ্রান্টের সহায়তায় ১৭৯৯ সালে শ্রীরামপুরে গোপনভাবে মিস্টার ক্যারির সাথে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেছিল।

সে যুগে তাদের সহায়তাকারী ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি—যিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন। সাধারণ সহায়তা নয়; বরং তিনি মিশনারিদের যাবতীয় কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করতেন। তিনিই উইলিয়াম ক্যারিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রফেসর নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি ক্যারি মিশনারি কার্যক্রমও আঞ্জাম দিতে থাকেন। লর্ড ওয়েলেসলির তত্ত্বাবধানে ১৭৯৮ সাল থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে কলকাতা বাইবেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা পায়। এর ফান্ডে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। এই সোসাইটির ফান্ডে ১৮১৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস, ১৮২৭ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ও ১৮৩৫ সালে স্যার চার্লস মেটকাফ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

লর্ড ডালহৌসির আমলে ভারতবর্ষে ইংরেজ সভ্যতা, চরিত্র ও আচরণের প্রচলন ঘটাতে ইংরেজরা মরিয়া হয়ে ওঠে। সংঘবদ্ধভাবে তারা বড় বড় শহরে নারীদের বেপর্দা করতে এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করে। এ কার্যক্রমে হিন্দুস্তানের ইংরেজ অফিসারদের স্ত্রীরাও সহায়তা করে এবং ইংল্যান্ডের নারীরাও এ কার্যক্রমের আর্থিক ফান্ডে চাঁদা প্রদান করে। এর মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি ইংরেজি শিক্ষার একটি স্কিম দাঁড় করান। এই স্কিমের প্রাথমিক বাস্তবায়ন শুরু হয় এতিম ও বেওয়ারিশ মেয়েদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে।[১৬২]

---

[১৬১] হুকুমতে খুদ ইখতিয়ারি আওর হিন্দু মুসলিম মাসআলা কা হল, সাইয়েদ তুফাইল আহমাদ : ১৫২-১৫৩

[১৬২] তারিখে উরুজে আহদে সালতানাতে হিন্দ : ৩/২০০

গভর্মেন্টের এক মেম্বার বেথুন সাহেব ১৮৪৯ সালে কলকাতায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুন সাহেবের তিরোধানের পর এর দায়িত্ব গভর্নর নিজ হাতে নিয়ে নেয়। পরবর্তীকালে এর যাবতীয় দায়িত্ব লর্ড ক্যানিংয়ের হাতে সঁপে দেওয়া হয়।

সামরিক অফিসারদের মিশনারি দায়িত্বপালন

লর্ড ক্যানিংয়ের শাসনামলে ইংরেজ সামরিক অফিসাররা মুসলিম ও হিন্দু সিপাহিদের মাঝে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করাকে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। তারা যখন হিন্দুদের মূর্তিপূজা করতে দেখত, মুসলিমদের মুখে শুনত হজরত ঈসা খোদাপুত্র নন—তখন তারা হাওয়ারিদের সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক মনে করত। তারা ভাবত, সকল মানুষ তাদের মতোই—তাদের রুহেরও মুক্তি পাওয়া দরকার। কোনো বাহ্যিক পরিস্থিতি খোদার পথের দাওয়াতপ্রদানে তাদের প্রতিবন্ধক হতে পারে, এ তারা বিশ্বাস করত না। তারা এক হাতে অর্ডার বুক (সামরিক নীতিগ্রন্থ), অপর হাতে বাইবেল নিয়ে সিপাহিদের মাঝে ঘুরে বেড়াত এবং খ্রিষ্টধর্মের মূলনীতি বোঝাত। এক রেজিমেন্টের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল উইলর বড় গর্বের সাথে বলেন :

> বিশ বছরের অধিককাল ধরে অভ্যাসমতো আমি সকল বিধর্মী সিপাহিকে খ্রিষ্টধর্মের নীতিমালা সম্পর্কে অবগত করি, খ্রিষ্টান হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করি, ধর্মীয় আলোচনা করি। যেন আমি মাসিহের সিপাহি হিসেবে খোদার বিধান শোনাই, আর কোম্পানি সরকারের চাকুরে হিসেবে সরকারি বিধান শোনাই।[১৬৩]

খোদ লর্ড ক্যানিং নিরেট মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট কলেজকে (যা তার শাসনামলে ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) চাঁদা দিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানকেও অনেক ভাইসরয় আর্থিক সহায়তা ও সহমর্মিতা প্রদান করেছে।

চার্চ মিশন সোসাইটিকে সহায়তার স্বীকারোক্তি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে খুব আপত্তি তোলার সুযোগ হয়তো থাকে না। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠান—যা কেবল অন্য ধর্মের মূলোৎপাটন করতে, অপমান ও ভর্ৎসনা করতে, ধর্মীয় মনীষীদের নিয়ে বিদ্রুপ করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেমন চার্চ মিশন সোসাইটি, যা শুধু অন্য ধর্মাবলম্বীদের খ্রিষ্টান বানানোর কাজ

---

১৬৩ তারিখে উরুজে আহদে সালতানাতে হিন্দ : ৩/২০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পাদরিদের সঙ্গে উলামায়ে কেরামের বিতর্ক

হিন্দুস্তানে মুনাজারা বা বিতর্কের দুটি পদ্ধতি ছিল, পত্রের মাধ্যমে নিজস্ব মতামত আদানপ্রদান এবং জনসম্মুখে, মসজিদে বা অন্য কোথাও দিনক্ষণ ঠিক করে বিতর্ক অনুষ্ঠান করা। দ্বিতীয় পদ্ধতিকে অধিক কার্যকরী এবং শক্তিমত্তা প্রদর্শনের উপযুক্ত হাতিয়ার বিবেচনা করা হতো। পত্রবিতর্ক খুব একটা প্রসিদ্ধি পায়নি। জনসমাগমে অনুষ্ঠিত বিতর্ক হতো ব্যাপক চিত্তাকর্ষক, এজন্য এর সংখ্যাই বেশি। ভারতবর্ষে সংঘটিত প্রায় ডজনখানেক লিখিত ও মৌখিক বিতর্ক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রাখে। আমরা কিছু মুনাজারা উল্লেখ করছি।

শাহ আবদুল আজিজ ও জনৈক পাদরির বিতর্ক

ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের সাথে বিতর্কের ধারাবাহিকতা শুরু হয় আকবরের শাসনামল থেকে। সেকালের বিতার্কিক ছিলেন শাইখ কুতুব উদ্দিন ও মাওলানা আবদুল্লাহ। শাহজাহানের আমলে বিতার্কিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন সাদ উল্লাহ খান। এরপর বিভিন্ন সময়ে পাদরিদের সাথে উলামায়ে কেরামের বিতর্ক-বাহাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বিতর্ককে প্রকৃতার্থে মুনাজারার আকৃতি দেন শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভি। মূলত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের সাথে মুনাজারার ভিত্তি তার হাত ধরেই স্থাপিত হয়। তিনি এ ব্যাপারে মোটেই দ্বিধাবোধ করতেন না। তার সাথে জনৈক পাদরির প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় দিল্লির শাহি জামে মসজিদে। শাহ সাহেব এই ঐতিহাসিক মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে কালামুল্লাহর তাফসির করছিলেন। এমন সময় জনৈক পাদরি মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি উঁচু স্বরে বলেন, ‘আপনি কুরআনের তাফসির বন্ধ করে অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রশ্নের জবাব দিন।’ শাহ সাহেব বললেন, ‘আপনার প্রশ্ন কী!’ বাক্‌পটু পাদরি উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি করল :

کسے گفت از مصطفیٰ اعلیٰ است

کہ این زیر زمین و آن بالا ئے سما است

কে বলে মুসতফা বড়?
সে তো মৃত্তিকাগর্ভে, আর মাসিহ সুউচ্চ আসমানে।

এরপর বলেন, 'আমার কবিতায় এটিই প্রমাণিত হয়, ঈসা মাসিহের মর্যাদা উচ্চ, কারণ তিনি আসমানে আছেন, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির নিচে।'

শাহ আবদুল আজিজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'বরং ভাবা উচিত, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম যেন আসমানের বুদ্‌বুদ, আর আমাদের নবীজি যেন ভূগর্ভের বিরল মুক্তা।' এ জবাব শুনে পাদরি অনেক খুশি হন।

এটা তখনকার ঘটনা, যখন কতিপয় উন্মাদ খ্রিষ্টান পাদরি ছাড়া কেউ অতটা ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বাহাস করতে চাইত না। উলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে ততটা গুরুত্বারোপ করেননি। তখন পর্যন্ত ইংরেজরা ভারতবর্ষের পুরো কর্তৃত্ব অর্জন করেনি, ফলে পাদরিরাও নিজেদের ধর্মীয় তৎপরতা সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু হিন্দুস্তান ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন হতে না হতেই তাদের কূপমণ্ডূক পাদরির দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা প্রবল উন্মাদনার সাথে নিজেদের দম্ভ-অহংকার ও ধর্মীয় আধিপত্যের জানান দিতে থাকে। বিশেষভাবে উলামায়ে কেরামের নীরবতা এই কূপমণ্ডূকদের বাঘে পরিণত করেছিল। যাকে হাতের নাগালে পেত, বিতর্ক জুড়ে বসত। এমন বিতর্কের সংখ্যা অগুনতি। এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন কোনো পাদরি কাউকে বিরক্ত করতে বিতর্কের জন্য দাঁড়ায়নি।

মাওলানা হাদি বনাম জনৈক খ্রিষ্টানের বিতর্ক

এ ধরনের একটি মুনাজারার বিবরণ সে যুগের এক সাহসী প্রকাশক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। এই মুনাজারা থেকে সেকালের পাদরিদের মানসিকতা ও আপত্তির ধরন বুঝা যায়।

১৮৪০ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রকাশ হওয়া এ গ্রন্থের নাম *রদ্দে নাসারা*। এতে কোনো প্রেসের নাম উল্লেখ নেই। ৬২ পৃষ্ঠার গ্রন্থের লিপিকার ছিলেন সাইয়েদ আলি রেজবি। গ্রন্থের শেষে তার নাম উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত মুনাজারায় মুসলমান-পক্ষের মৌলবি সাহেবের নাম মুহাম্মাদ হাদি। অপরপক্ষের বিতার্কিক একজন খ্রিষ্টান, যিনি পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার ইসলামি নাম মির্জা হেদায়েত বেগ। বইয়ে দুপক্ষের সংলাপে 'ঈসায়ি' ও 'মুহাম্মদি' শিরোনামে সম্বোধন করা হয়েছে।

মুনাজারার প্রেক্ষাপট হলো, এক খ্রিষ্টান জনৈক মুসলমানের দাওয়াতে তার গৃহে উপস্থিত হয়। তো তাকে সবার সঙ্গে খাবার খেতে না দিয়ে আলাদা বসিয়ে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে সবার খাওয়া শেষ হলে যখন তার সামনে খাবার পরিবেশন করা হয়, তখন খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি খেতে অস্বীকৃতি জানান। বলেন, 'আপনি আমাকে অন্যদের সঙ্গে কেন খেতে দিলেন না? আমরা তো একই পবিত্র কিতাব ইনজিলের উপর ঈমান এনেছি এবং এর উপর আমল করে থাকি। তাহলে আমাকে এভাবে দূরে ঠেলে দেবার মানে কী?' মুসলমান মেজবান বলেন, 'আপনি আগে খেয়ে নিন। তারপর বলছি।' খ্রিষ্টান আহারের পর সবার উদ্দেশ্যে বলেন, 'খাওয়া তো শেষ হলো; এবার বলুন, কী কারণে আপনারা আমাকে আলাদা খেতে দিলেন?' সবাই বলল, 'তেমন কোনো কারণ নেই। সবার সাথে বসে খেলে আপনার কষ্ট হতে পারে ভেবে আমরা আলাদা খেতে দিয়েছি।' খ্রিষ্টান ব্যক্তিটি এ কথা মানতে নারাজ হলে মাওলানা হাদি নামক উপস্থিত এক ব্যক্তি বললেন, 'এসবের কারণ জানতে চাওয়া অনর্থক। আর ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপনি যে দাবি করেছেন সেটাও কষ্টদায়ক। যদি আপনি সত্যিই পবিত্র গ্রন্থ ইনজিলে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে ঈসা আলাইহিস সালামের

বিরোধিতা কীভাবে করেন? আপনাদের কোন কথাটা হজরত ঈসার বক্তব্যের সাথে মিলে? আপনারা মোটেও হজরত ঈসাকে জানেন না; জানলে এমন বিশ্বাস রাখতেন না, যা হজরত ঈসা ও আল্লাহর হুকুমের বিরোধী। আর মসিহকে খোদাপুত্রও দাবি করতেন না; নাউজুবিল্লাহ। এজন্য আমরা আপনাকে দূরে বসিয়েছি।'

খ্রিষ্টান লোকটি রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন, 'আমাদের কী কী কাজ খোদা ও মসিহের হুকুমের বিপরীত বলুন?' মাওলানা হাদি বললেন, 'আপনি রেগে আছেন। অন্য সময় এ নিয়ে কথা বলা যাবে। এখন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করুন।' খ্রিষ্টান বললেন, 'এটা কেমন কথা? যতক্ষণ না আমাদের মন্দকর্ম আপনি স্পষ্ট করছেন, আমি এখান থেকে উঠব না।'

মাওলানা হাদি বললেন, 'এসব বলে কী লাভ? সবার কাছেই সবার ধর্ম প্রিয় হয়ে থাকে। কে কাকে মানবে আর সত্যের অনুসারী হবে? দেখুন, কত নবী-রাসুল এসেছেন, কত কত মোজেজা তারা দেখিয়েছেন, এরপরও তো বহু মানুষ তাদের মেনে নেয়নি। এখন কীভাবে নিঃস্বার্থভাবে কেউ সত্যকে মেনে নেবে?' খ্রিষ্টান বললেন, 'যদি এমনটাই আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি আপনার নবীকে নবী প্রমাণ করুন আর আমাদের অপরাধ ও অনৈতিকতাকে আসমানি কিতাব থেকে প্রমাণ করুন। তাহলে আমি আমার ধর্ম থেকে এখনই ফিরে আসব এবং ইসলাম গ্রহণ করব। আমি আমার এই প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে ঈসা মসিহের রক্ত-মাংসের কসম করছি।' মাওলানা হাদি বললেন, 'আমিও পরাজিত হলে আমার ধর্ম ত্যাগ করব এবং এ ব্যাপারে আমি মহান প্রভুর একত্ববাদের কসম করছি। তবে শর্ত হলো, যুক্তি-প্রমাণে যেটা স্থির হবে সেটাই মেনে নিতে হবে, নিজের পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না; ন্যায়নিষ্ঠভাবে প্রতিটি কথা বুঝতে হবে, যাতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারা যায় এবং সত্যের পথ উন্মুক্ত হয়।' খ্রিষ্টান বললেন, 'এরচেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে? আমার তো বহুদিনের ইচ্ছে আজ পূরণ হচ্ছে।'

শর্তাবলিতে উভয়ে সম্মত হওয়ার পর বিতর্ক শুরু হলো। বিতর্কের বিবরণ নিম্নরূপ :

> **খ্রিষ্টান :** আপনারা নবী মুহাম্মাদের ব্যাপারে বলে থাকেন, তিনি নাকি মেরাজে গমন করেছেন। আমরা এটাকে অসম্ভব ব্যাপার মনে করি। কারণ আসমান কখনো ফেটে যায় না, ফেটে গিয়ে আবার জোড়া লেগে যাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। আসমানের কোনো দরজাও নেই।